সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

29-DECEMBER-2016

হুযুর পাক ﷺ এর মোবারক শৈশব

(Bangla)

হুযুর পাক ﷺ এর মোবারক শৈশব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এটা পছন্দ যে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচিৎ আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

(ফিরদাউসুল আখবার বিমাসুরিল খাত্তাব, ২/২৮৪, হাদীস নং- ৬০৮৩)

আল্লাহ্ কা মাহবুব বনে জু তুমে চাহে, উস কা তো বয়াঁ হি নেহী কুচ তুম জেয়সে চাহো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

অনেক বড় আশিকে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি জাগ্রতাবস্থায় ৭৫বার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: **(প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান) হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন; (একবার) আমি হাজরে আসওয়াদের নিকট ঘুমাচ্ছিলাম, তখন আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম, যার কারণে আমি খুব বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম, অতঃপর আমি এক কুরাইশী ভবিষ্যদ্বক্তার (অর্থাৎ ভাগ্যের অবস্থা বর্ণনাকারী) নিকট আসলাম এবং বললাম যে, আমি রাতে স্বপ্নে একটি বৃক্ষ দেখলাম, সেটার উচ্চতা আসমান পর্যন্ত এবং শাখা প্রশাখা পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সেই বৃক্ষ থেকে বের হওয়া নূরের কিরণ সূর্যের আলো থেকে ৭০ গুণ বেশি ছিলো। এর সামনে আরব অনারব সবাই সিজদাবনত এবং এর মহত্ব, নূর এবং উচ্চতায় সবর্দা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমুহূর্ত তা লুকিয়ে যেত তবে পরমুহূর্তেই তা প্রকাশিত হয়ে যেতো। কুরাইশদের একটি অংশ তার ডালের সাথে জড়িয়ে আছে আর অন্য একটি অংশ তা কাঁটতে চাইছে।

www.dawateislami.net

যখনই এই অংশটি তা কাঁটার জন্য কাছে পৌঁছলো তখন এক যুবক তাদের ধরে ফেললো, এমন সৌন্দর্য্যের অধিকারী এবং এমন প্রাঞ্জল ও সুগন্ধিময় যুবক আমি কখনো দেখিনি, অতঃপর এই সুদর্শন যুবক সেই অংশের লোকদের কোমর ভেঙ্গে দিলো এবং চোখ উপড়ে দিলো। আমি বৃক্ষটির ফল নেওয়ার জন্য আমার হাত বাড়ালাম কিন্তু কোন কিছু নিতে পারলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলাম; এর ফল কে নিতে পারবে? উত্তর আসলো: শুধু মাত্র সেই লোকেরা যারা শক্তভাবে আকঁড়ে ধরে আছে। অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি সেই ভবিষ্যদ্বক্তার চেহারা দেখলাম, তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেলো, অতঃপর সে (স্বপ্নের) তাবীর বর্ণনা করতে গিয়ে বললো: যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তবে তোমার বংশ হতে এমন এক সন্তানের জন্ম হবে, যে পূর্ব পশ্চিমের মালিক হবে এবং কিছু লোক তাঁর গুণাবলী দেখেই তাঁর সাথী হয়ে যাবে। (খাছাইচুল কোবরা, বাবু রাওয়া আব্দুল মুত্তালিব, ১/৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যে নূরটি স্বপ্নে দেখেছেন তা **১২ই** রবিউল আউয়াল শরীফ অনুযায়ী ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে রোজ সোমবার সুবহে সাদিকের আলোকিত সূবর্ণ ক্ষণে আমাদের **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদলে অনন্ত সৌভাগ্য এবং শাশ্বত সুখের নূর হয়ে মক্কায়ে মুকাররমায় শুভাগমণ করেন। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল কাস্তালানী, ১/৬৬-৭৫)

জিস সুহানি ঘড়ি চমকা তেয়বা কা চান্দ,
উস দিল আফরোয সা'আত পে লাখো সালাম।

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমণ করতেই কুফরী ও শিরিকের মেঘ কেটে গেলো। ইরান সম্রাট "কিসরার" প্রাসাদে ভূকম্পন হলো, তাতে **১৪**টি গম্বুজ ধ্বংস হলো, ইরানের যে অগ্নিকুন্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিলো তা নিভে গেলো। সাবা নদী শুকিয়ে গেলো এবং কা'বা শরীফ আন্দোলিত হতে লাগলো। (বসন্তের প্রভাত, ৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চান্দ সা চমকাতে চেহারা নূর বরসাতে হোয়ে আগেয়ে বদরুদ্দোজা, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
ঝুক গিয়া কাবা সভী বুত মুহ কে বল আওন্ধে গিরে দবদবা আ'মদ কা থা, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
চৌদা কঙ্গোরে গিরে আতশ কাদা ঠান্ডা হুয়া ছটপটা শয়তাঁ গেয়া, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় আক্বা ﷺ এর দুধ-মা

আক্বায়ে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের পর সর্বপ্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا তাঁর চোখের মনি এবং কলিজার টুকরোকে দুধ পান করান, অতঃপর আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী হযরত সুয়াইবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এই সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ভাগ্যে জুটলো। (সীরাতে রাসূলে আরবী, পৃষ্ঠা ৫৯) যে সৌভাগ্যবান মহিলাগণের **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করিয়ে সম্মানিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আইমন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর মোবারক নামও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। (সীরাতু হালবীয়া, বাব যিকরে রাযাআত ওয়ামা ইত্তেসাল বিহী, ১/১২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সৌভাগ্যবান মহিলাগণ **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করিয়ে সম্মানিত হয়েছেন, সেই সকল মহিলাদের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে। হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ঈমানের দৌলত নসীব হওয়া ছাড়া আরো যে সকল বরকত দ্বারা ধন্য ছিলেন, আসুন! এসম্পর্কে **প্রিয় আক্বা, দো'আলমের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবে সংগঠিত কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"**য় লিখেন: "অভিজাত আরবের রীতি ছিলো যে, তারা নিজের সন্তানদের দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। গ্রামের পরিস্কার পরিছন্ন আবহাওয়ায় সন্তান সুস্থ এবং সবলও হয়ে যেতো আর সে বিশুদ্ধ এবং মূল আরবী ভাষাও শিখে নিতে পারতো।

www.dawateislami.net

কেননা, শহরের ভাষা বাইরের লোকের আনা-গোনায় ভাষার বিশুদ্ধতা এবং প্রাঞ্জলতা ও শ্রুতি মধুর থাকে না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর অর্জিত হয়েছিলো। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবের মুজিযা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি 'বণী সা'আদ' এর মহিলাদের সাথে দুধ পানকারী শিশুর খোঁজে মক্কায় গেলাম। আমার কোলে একটি বাচ্চা ছিলো, কিন্তু অভাব অনটনের কারণে বুকে এতো দুধ ছিলো না যে, তা এই শিশুর জন্য যথেষ্ট হবে। সারা রাত শিশুটি ক্ষুধায় ছটফট করতো এবং কান্না করতো আর আমি মমতায় কাতর হয়ে সারা রাত তার পাশে বসেই কাটিয়ে দিতাম। একটি উটনিও আমাদের নিকট ছিলো, কিন্তু তারও দুধ ছিলো না। মক্কায়ে মুকার্‌রমার সফরে যে খচ্চরটির উপর আরোহী ছিলাম সেটিও এমন ক্ষীণ ছিলো যে, কাফেলার সাথে চলতে পারছিলো না, আমার সফর সঙ্গীরাও এর কারণে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অত্যন্ত কষ্টে সফর শেষ করলাম। (আর এই কাফেলা মক্কায় গিয়ে পৌঁছলো এবং বণী সা'আদ গোত্রের মহিলারা দুধ পানকারী শিশুর জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে দিলো আর এই সকল মহিলাই দুধ পান করানোর জন্য শিশু পেয়ে গেলো কিন্তু হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا দুধপান করানোর কোন শিশু পেলো না, অনেক খোঁজখুজির পর অবশেষে।) হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো এবং **কায়েনাতের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই তাঁর কোলে এসে গেলো। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ সেই শৈশবের সাজ

হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا যখন **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নেওয়ার জন্য **তাঁর** আলিশান ঘরে পৌঁছলেন তখন বলেন: আমি দেখলাম যে, **হুযুর পূরনূর, শাফেয়ে ইয়াওমুন নুশুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধের চেয়েও সাদা উলের কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় ছিলেন, মুশক ও আম্বরের সুগন্ধ বয়ে আসছিলো, সবুজ রঙের রেশমী কাপড় নিচে বিছানো ছিলো, পিঠের উপর শুয়ে আরাম করছিলেন। হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমি চাইলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঘুম থেকে জাগাবো,

www.dawateislami.net

কিন্তু আমি তখন **তাঁর** সৌন্দর্য্যের মাঝে হারিয়ে গেলাম। অতঃপর আমি অতি ধীরে নিকটবর্তী হয়ে আমার হাতের উপর উঠিয়ে **তাঁর** সীনা মোবারকে হাত রাখলাম, তখন **তাঁর** নূরানী চেহারায় মুচকী হাসি ফুটে উঠলো এবং **তাঁর** ছোট ছোট চক্ষু দুটি খুলে আমাকে দেখতে লাগলেন, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে দৃষ্টি প্রদান করলেন, **তাঁর** মোবারক চোখ থেকে একটি নূর বের হয়ে এলো, যা আসমানের দিকে উড়ে গেলো। আমি ভালবাসার প্রবল আগ্রহে **তাঁর** দু'চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) চুমু খেলাম। **(মাদারিজুন্নবুয়ত, কিসমুল আউয়াল, ১ম অধ্যায়, ২/১৯)**

ک গেয়সু ہ দাহন ی আবরো আ'খেঁ ع ص, کٓهٰيٰعٓصٓ উন কা হে চেহরা নূর কা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

চরনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: کٓهٰيٰعٓصٓ সূরা মরিয়মের শুরুতে হরফে মুকাত্তায়া'ত, এর এক প্রেমময় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ک দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চুল, ک যেমন একটি বিশেষ গোল এক বৃত্তের ন্যায় হয়, ঠিক তেমনি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারকও এরূপ এক হৃদয়কাড়া বৃত্তাকৃতির ছিলো। ہ দ্বারা উদ্দেশ্য, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক, যেরূপ ہ মুখের দিকে গোলাকৃতি হয় তেমনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক সুন্দর গোলাকৃতির ছিলো। ی দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু উদ্দেশ্য, ی এর আকৃতিও ভ্রুর মতোই। ع এবং ص দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের দিকে ইশারা করা করা হয়েছে, এর আকৃতিও চোখের সাথে মিলে যায়। মোটকথা کٓهٰيٰعٓصٓ দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মুখমন্ডলেরই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এটা **আল্লাহ্ তাআলার** মহান অনুগ্রহ ছিলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো এবং **কায়েনাতের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই তাঁর কোলে এসে গেলো। নিজের তাবুতে গিয়ে যখন দুধ পান করানো জন্য বসলো তখন রহমতের বৃষ্টির ন্যায় নবুয়তের বরকতের প্রকাশ শুরু হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

খোদার শান দেখুন, হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মোবারক স্তনে এভাবে দুধ নামলো যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** দুধভাই পেট ভরে দুধ পান করলো এবং দু'জনই আরামে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে উটনিকে দেখা গেলো ওলানে (স্তনে) দুধ এসে ভরে গেলো। হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর স্বামী দুধ দোহন করলো এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেট ভরে পান করলো এবং দু'জনেই ভরা পেটে রাত ভর সুখ ও প্রশান্তির নিদ্রায় যাওয়া নসীব হলো।

হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর স্বামী **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বরকত সমূহ দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, হালিমা! তুমি বড়ই মোবারক বাচ্চা নিয়ে এসেছো। হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলতে লাগলো: আসলেই আমারও এমন মনে হয়। (সীরাতু হালবীয়া, বাব যিকরে রাযাআত ওয়ামা ইত্তেসাল বিহী, ১/১২৪। মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদ উম্মে সালামা যওজান্নবী, ৬/১৭১, হাদীস নং- ৭১২৭)

ইয়ে কেহতি থি ঘর ঘর মে জা'কর হালিমা, মেরে ঘর মে খাইরুল ওয়ারা আ'গেয়ে হে।
বড়ে আউজ পর হে মেরা আব মুকাদ্দার, মেরে ঘর হাবীবে খোদা আ'গেয়ে হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর সত্তার আশ্চার্যজনক বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপস্থিতির বরকতের কোন সীমানা নেই, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ঘরে নিজের আগমনের সৌভাগ্য দান করলেন, চারিদিকে বসন্ত এসে গেলো, **তাঁর** সৌভাগ্য মন্ডিত উপস্থিতির বরকত হতে শুধু হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا পাননি বরং তাঁর পশুরাও **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর থেকে ফয়েয ও বরকত অর্জন করে।

হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: (যখন) আমরা **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিয়ে মক্কায়ে মুকার্‌রমা থেকে আমাদের গ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম, তখন আমার সেই খচ্চর এমন দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো যে, কারো বাহনই এর আশেপাশে পৌঁছাতে পারছিলো না, কাফেলার মহিলারা আশ্চার্য হয়ে আমাকে বলতে লাগলো:

www.dawateislami.net

হে হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا! এটা কি সেই খচ্চর, যাতে করে তুমি এসেছিলে, নাকি কোন দ্রুত গতির খচ্চর তুমি কিনে নিয়েছো? অবশেষে আমরা আমাদের ঘরে পৌঁছালাম, সেখানে কঠিন দূর্ভিক্ষ হচ্ছিলো, সকল পশুর স্তনে দুধ শুকিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমার ঘরে কদম রাখতেই আমার ছাগলগুলো স্তনে দুধে ভরে গেলো, এখন রোজ আমার ছাগলগুলো মাঠ থেকে ঘরে ফিরলে তাদের স্তনে দুধে ভরে থাকে অথচ পুরো বস্তিতে অন্য কেউ তাদের পশু থেকে এক ফোঁটা দুধও পেতো না, আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতো যে, তোমরাও পশুদের সেখানে চরাবে যেখানে হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পশুগুলো চরে বেড়ায়। সুতরাং সবাই ঐ জায়গায় নিজেদের গৃহপালিত পশু চরানো শুরু করলো যেখানে আমার ছাগল গুলো চরতো, কিন্তু এখানে তো চারনক্ষেত্র আর জঙ্গলের কোন ভূমিকা ছিলো না, এটাতো **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের বরকতের ফয়য ছিলো, যা আমি আর আমার স্বামী ছাড়া আমাদের গোত্রের কেউ তা বুঝতে পারতো না। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৫ পৃষ্ঠা)

শাহে জ্বিন ও বশর, খাইর সে মেরে ঘর তেরে আয়ি কদম, তাজেদারে হারাম।
দূর হো আ'ফতেঁ, দি'জিয়ে রাহাতে হো নিগাহে করম, তাজেদারে হারাম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাহবুবে কিবরিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ক্রমবিকাশ অন্যান্য শিশুদের চেয়ে অনন্য ছিলো অর্থাৎ মোবারক শরীরের বেড়ে উঠা অন্যান্য শিশুদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ছিলো, একদিনেই **প্রিয় আক্বা, আমেনার দিলরুবা, হালিমার পেয়ারা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক শরীরে এতটুকু বেড়ে উঠতো এবং শক্তি আসতো, যতটুকু সাধারণভাবে শিশুদের একমাসে আসতো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ্ মারুযি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন; যখন **রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে উমাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বয়স ২ মাস হলো তখন বাচ্চাদের সাথে হাটুতে ভর দিয়ে চলতে লাগলো, ৩ মাস বয়সে উঠে দাঁড়াতে লাগলো, যখন ৪ মাস হলো তখন দেয়াল ধরে ধরে চারিদিকে হাটতেন, ৫ মাস বয়সে চলাফেরার পুরোপুরি সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন।

www.dawateislami.net

যখন বয়স মোবারক ৬ মাস হলো তখন দ্রুত চলা শরু করলেন, ৭ মাস বয়সে চারিদিকে ভালভাবে দৌড়াদৌড়ি করতেন এবং যখন বয়স ৮ মাস হলো তখন এমনভাবে কথা বলতেন যে, কথা ভালভাবে বুঝে নেয়া যেতো, ৯ মাস বয়সে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা শুরু করেন এবং যখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স ১০ মাস হলো তখন বাচ্চাদের সাথে তীর নিক্ষেপে এগিয়ে থাকতেন এবং ইরশাদ করতেন: لِلّٰهِ دَرُّكَ يَا نَفْسُ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب অর্থাৎ হে নফস! তোমাকে খোদা মঙ্গল দান করুক, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। সেই সময় **তাঁকে** লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কে? ইরশাদ করলেন: আমি শক্তির দিক দিয়ে একজন শক্তিশালী আরববাসী, বর্শা নিক্ষেপে এরা সবার চেয়ে বেশি সাহসী, দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে সুউচ্চ **মুহাম্মদ** বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) হই।

(মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ ওহ বচপনে কি ফবন, উস খোদা ভাতি পে লাখো সালাম।
উঠতে বুঁট কি নুশ ও নুমা পর দরূদ, খিলতে গঞ্চুঁ কি নাকহাত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রথম চরনটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ আল্লাহ্ হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবের সৌন্দর্য্য এবং **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দনীয় আকৃতির প্রতি লাখো সালাম। ২য় চরনটির ব্যাখ্যায় বলেন: যেভাবে গাছপালার বৃদ্ধি দ্রুততার সহিত হয়, তেমনিভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৃদ্ধির অবস্থা ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিনে যতটুকু বাড়তেন ততটুকু অন্য শিশুরা একমাসে বাড়তো এবং একমাসের হয়েও এক বছরের শিশুর মতো দেখাতো, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অতুলনীয় বৃদ্ধির প্রতি মত্ত হয়ে দরূদে পাক, **তাঁর** নূরানী শরীরের বাড়ন্ত কুঁড়ির সুবাসিত সুগন্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রাখতো। কেননা, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শরীর থেকেও সুগন্ধি বের হয়ে রাস্তা সুবাসিত করে দিতো, তাঁর এই অতুলনীয় সুবাসিত বৃদ্ধির প্রতি সালাম।

www.dawateislami.net

অপর এক জায়গায় আশিকে মাহে রিসালত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

গোদ মে আ'লমে শবাব, হালে শবাব কুচ না পুচ, গুলবুনে বাগে নূর কি অউর হি কুচ উঠান হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন যুবকবস্থায় পদার্পণ করেন তখন **তাঁর** কেমন শান ছিলো? এর অনুমান আমরা কিভাবে করতে পারি। কেননা, যে নিজের মায়ের মোবারক পেটে থাকাকালিন লৌহে মাহফুযে চলাচলকারী কলমের আওয়াজ শুনতেন এবং দোলনায় নিজের আঙ্গুল নাড়লে চাঁদ **তাঁর** সাথে খেলা করতো, যেখানে শৈশব এমন তবে যুবকাবস্থায় **তাঁর** শান কেমন হবে। মোটকথা **তাঁর** যৌবন নূরের বাগানের একটি সুন্দরতম ফুল ছিলো, যার বৃদ্ধিই কিছুটা আশ্চর্যজনক ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"সীরাতে মুস্তফা" এবং "সীরাতে রাসূলে আরবী" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরওয়ারে নামদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত ও উৎকর্ষতা এবং **তাঁর** শৈশব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা** এবং **সীরাতে রাসূলে আরবী"** এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই দু'টি কিতাবে নবুয়ত প্রকাশ এবং হিজরত পূর্ব ও পরের ঘটনাবলী, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা, শৈশব এবং বংশিয় অবস্থা, জিহাদের ঘটনাবলী ছাড়াও জড় বস্তু, গাছ-পালা, পশু-পাখি, জ্বিন ইত্যাদি সম্পর্কীত মুজিযা সমূহকেও অত্যন্ত উত্তম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাব দু'টি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং তা অধ্যয়ন করুন আর অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই দু'টি কিতাব পড়তে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** ও প্রিন্ট আউট **(Print Out)**ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তাঁর শৈশবের আরো কিছু সুন্দর স্বভাবের বিষয়ে শ্রবণ করি।

সরদারে মক্কায়ে মুকাররমা, সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন বয়সের প্রাথমিক পর্যায়ে জাগ্রত হতেই যে বাক্য ইরশাদ করলেন, তা হলো; اَللّٰهُ اَكْبَر كَبِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً, ফিরিশতারা তাঁর দোলনাকে দোল দিতো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৩৪৯)

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে তো আপনার নবুয়তের নিদর্শনই দ্বীনে ইসলামে আসার দাওয়াত দিয়েছে। আমি দেখলাম যে, আপনি দোলনা থেকে চাঁদের সাথে কথা বলছিলেন এবং আপনার আঙ্গুল দ্বারা যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকে ঝুকে যেতো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে, হরফুল হামজা মাআন নুন, ৩/২১২, হাদীস নং- ৮৩৬১)**

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুজিযার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নাতের গ্রন্থ "হাদায়িকে বখশীশ"এ বলেন:

চাঁন্দ ঝুক জাতা জিধর উঙ্গলি উঠাতে মাহাদ মে,
কিয়া হি চলতা থা ইশারোঁ পর খেলোনা নূর কা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোলনায় শুয়ে শুয়ে নিজের আঙ্গুল নড়ালে নূরী খেলনা অর্থাৎ চাঁদ তাঁর আনুগত্য করে আঙ্গুলের ইশারায় নড়াচড়া করতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শিশুদের অভ্যাস মোতাবেক কখনো **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাপড়ে মুত্রত্যাগ ও মলত্যাগ করতেন না বরং সর্বদা নির্দিষ্ট সময়েই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। **(মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)**

মেয়ল সে কিস দরজা সুতরা হে ওহ পুতলা নূর কা,
হে আগলে মে আজ তক কোরা হি কুরতা নূর কা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চরন দু'টির ব্যাখ্যাঃ হে আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনরার শরীর মোবারক ময়লা থেকে খুবই পরিস্কার ও স্বচ্ছ, আপনার শরীর মোবারকে সর্বদাই সাদা-সিধে পোশাকই ব্যবহার করতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলা শুরু করেছেন, بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করা ছাড়া কোন জিনিসের দিকে হাত বাড়াতেন না এবং না বাম হাতে কোন জিনিস নিতেন। (মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: দুধ পান করার বয়সে **তাঁর** দেখাশুনা করার মধ্যে আমি অনেক আরাম আয়েশে ছিলাম। (মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা) যখনই আমি **তাঁকে** গোসল করাতে চাইতাম তখন অদৃশ্য থেকে কেউ আমার পূর্বেই তা করে নিতো। (মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য শিশুদের মতো না চিল্লাচিল্লি করতেন, না কান্নাকাটি করতেন। (মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

ফযলে ফয়দাইশ পর হামেশা দুরূদ,
খেলনে সে কারাহাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির ব্যাখ্যাঃ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মলগ্নে বিস্ময়কর ঘটনাবলী পরিলক্ষিত হয়েছিলো। যেমন- হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মক্কা হতে কায়সার ও কিসরার অট্টালিকা গুলো দেখা, পেট মোবারক থেকে বের হওয়া নূরে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাওয়া, কিসরার মহলে ১৪টি প্রান্ত ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া, ইরানের অগ্নিকুন্ড নিভে যাওয়া, পশুরা পরস্পর অভিনন্দন জ্ঞাপন করা ইত্যাদি। এই মহত্বের প্রতি সর্বদা **আল্লাহ্**র রহমত বর্ষন হতে থাকুক এবং আপনার খেলাধুলার দিকে ধাবিত না হওয়ার অভ্যাসের প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিদিন একটি সূর্যের ন্যায় নূর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হতো, যা **তাঁকে** ঢেকে নিতো অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো।

(মাআরিজুন্নবুয়া, ২য় অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কোলে ছিলো, তখন সেদিকে কিছু ছাগল অতিক্রম করলো, সেখান থেকে একটি ছাগল আসলো এবং হঠাৎ নিজের মাথা জমিনে রাখলো (অর্থাৎ সিজদা করলো এবং এর পর), **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মোবারককে চুমু দিলো এবং ফিরে চলে গেলো।

চাঁন্দ শক হো পেড়া বোলেঁ জানোয়ার সিজদা করেঁ,
বারাক আল্লাহ্ মরজেয়ে আলম এহি সরকার হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

চরন দু'টির ব্যাখ্যা: আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কতই যে দয়া, আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ টুকরো হয়ে যাচ্ছে, **তাঁর** আদেশে গাছের কথা বলার শক্তি অর্জিত হয়, পশুরা **তাঁর** সামনে সিজদা করছে, سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল নয় বরং জাহানের আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ সৃষ্টিই আপনার উপরই নির্ভরশীল, আর আপনিই সকলের আশ্রয়স্থল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবের অভ্যাস কতই সুন্দর ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** দোলনায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের সাথে খেলা করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ শিশুদের ন্যায় চিৎকার চেচামেচি কান্নাকাটি করতেন না, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন প্রথম কথা বলা শুরু করলেন তখন প্রথমেই **আল্লাহ্ তাআলার** মোবারক নাম নিতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই কোন কাজে হাত বাড়াতেন তবে بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করতেন এবং লেনদেনে সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করতেন।

কোন্ কোন্ সময় بِسْمِ الله পাঠ করা উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকেও **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে সকল জায়িয কাজের শুরুতে بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করা উচিৎ। কেননা, এতে কাজে বরকত অর্জিত হয় এবং যে কাজের শুরুতে بِسْمِ الله পাঠ করা হয় না তা অসম্পূর্ন রয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।" (আদ্ দুররুল মানসূর, ১/২৬) সুতরাং খাওয়ার সময়, খাওয়ানোর সময়, পান করার সময়, পান করানোর সময়, কোন কিছু রাখার সময়, উঠানোর সময়, ধৌত করার সময়, রান্না করার সময়, পড়ার সময়, পড়ানোর সময়, হাঁটার সময়, (গাড়ী ইত্যাদি) চালানোর সময়, উঠার সময়, উঠানোর সময়, বসার সময়, বসানোর সময়, বাতি জ্বালানোর সময়, পাখা চালানোর সময়, দস্তরখানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, বিছানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, দোকান খোলার সময়, বন্ধ করার সময়, তালা বন্ধ করার সময়, খোলার সময়, তেল লাগানোর সময়, আতর লাগানোর সময়, বয়ান করার সময়, নাত শরীফ শুনানোর সময়, জুতা পরিধানের সময়, ইমামা (পাগড়ী) পরিধানের সময়, দরজা বন্ধ করার সময়, দরজা খোলার সময়, মোটকথা প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে (যখন শরীয়াতের কোনো বাধা না থাকে) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলে এর বরকত অর্জন করা মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে না শুধু নিজে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করবো বরং আমাদের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ করতে গিয়ে এই বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবো যে, তাদের "মা" "বাবা" শিখানোর পরিবর্তে প্রথমেই **আল্লাহ্ তাআলার** নাম নেয়া শিখানো, তাদের সাথে খেলার ছলে, শিখানোর নিয়্যতে তাদের সামনে বারবার **আল্লাহ্ আল্লাহ্** করতে থাকা, আর এভাবে করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তানের মুখ দিয়ে প্রথম শব্দ **"আল্লাহ্"**ই বের হবে।

আরো বলতে শুরু করলে তখন কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله বলা শিখান। অনেকে নিজের সন্তানদের একথা শিখায় যে, **আল্লাহ্** উপরে, সুতরাং এই শিশুদের যখন ভালবাসা সহকারে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বৎস! বলোতো **আল্লাহ্** কোথায়? তখন সে সাথে সাথেই আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে দেয়। শিশুদের এই ধরণের ইশারা কখনোই শিখাবেন না।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! সন্তানের সঠিক শিক্ষার সর্বোত্তম সময় হলো তার শৈশব। কেননা, যে নেক ও উত্তম অভ্যাস শৈশবেই শিখানো যায়, তা জীবনে আর কখনোই শিখানো যায় না। শিশুদের যদি আসতে যেতে "টা টা" "বাই বাই" শিখানোর পরিবর্তে সালাম করা শিখানো হয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে সারা জীবন এই অভ্যাস ছাড়বে না। যদি শিশুকালেই সত্য বলার অভ্যাস করে নেয়া হয় তবে সে তা সারা জীবন মিথ্যাকে ঘৃণা করবে। ঠিক এইভাবে যদি সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা, জুতা পরিধান করা, পোশাক পরিধান করা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা এবং চুলে চিরুনী ইত্যাদি করায় অভ্যস্থ শৈশবেই বানিয়ে দেয়া যায় তবে সে নিজে শুধু এই পবিত্র অভ্যাস সমূহে অভ্যস্থ হবে না বরং তার এই আচরণগুলো তার সাথে থাকা অন্যান্য শিশুদের মাঝেও ছড়াতে শুরু করবে। যদি শিশুদের সঠিক শিক্ষা না হওয়ার কারণে **আল্লাহ্** না করুক সে গুনাহের রাস্তায় চলতে শুরু করবে, তবে এমন সন্তান যেখানে দুনিয়ায় পিতা মাতার অপমানের কারণ হয়ে যায়, তেমনি আখিরাতেও পিতা মাতা আটক হওয়ার কারণও হতে পারে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এক ব্যক্তিকে বলেন: নিজের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দাও। কেননা, তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তার কিরূপ শিক্ষা দিয়েছো এবং তুমি তাকে কি শিখিয়েছো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪০০, হাদীস নং- ৮৬৬২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নিদের মাদানী প্রশিক্ষণ কিভাবে করবেন? এর জন্য আমি আপনাদের পরামর্শ দেবো যে, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"তরবিয়্যতে আউলাদ"** এর অধ্যয়ন করুন, এছাড়াও আ'লা হযরতের পুস্তিকা **"আউলাদ কা হুকুক"**ও পাঠ করুন এবং মনে রাখবেন! সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য পিতা-মাতার ভাল পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এছাড়া সন্তানদের সুশিক্ষার স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হবে না।

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি "মসজিদ দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম সঙ্গ, মাদানী পরিবেশ পাওয়া এবং সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের সঠিক পদ্ধতি জানার শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মসজিদ দরস"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মসজিদ দরস দেয়া এবং শুনার বরকতে মঙ্গলের কথা শিখা ও শিখানোর সুযোগ হয়, হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: মঙ্গলের কথা নিজেও শিখুন এবং অন্যদেরও শিখান, আমি মঙ্গলের কথা শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য কবরকে আলোকিত করবো, যেন তাদের কোন প্রকারের আতঙ্ক না হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৫, হাদীস নং- ৭৬২২) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মসজিদ দরসের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

দরসের বরকতে পাগড়ী সাজিয়ে নিলো

একটি মাদানী কাফেলা চক্কর বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক গ্রামে আসলো। এক ইসলামী ভাই নামাযের পর দরস দিলো। দরসে পানি পান করার সুন্নাত এবং শেষে দাড়িঁয়ে পানি পান করার ক্ষতি সমূহ বর্ণনা করলেন। একজন বেশি বয়সের বৃদ্ধ যিনি সেখানে বসে ছিলেন, তা শুনে কান্না শুরু করলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কান্না করছেন কেন? তিনি কিছুটা এভাবে তার আবেগ প্রকাশ করলেন যে, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এই সুন্নাতের ব্যাপারে জানতাম না, শীঘ্রই আমিতো মারা যাবো, এখনো পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সম্পর্কে জানি না, তবে কবরে আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে চিনবো। সেই বৃদ্ধ এতোই দূর্বল ছিলো যে, তাকে ধরে উঠাতে হলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি এতোই প্রভাবিত হলেন যে, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলেন।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম ইক ইক ঘর মে মাচ জায়ে ধুম,
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলি ভর দে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবও খুবই চমকপ্রদ ছিলো। কেননা, তাঁর পবিত্র অস্তিত্বের বরকতের ঝরণাধারা তো শৈশব থেকে প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আসুন! নিজের বুকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো জাগিয়ে তোলার জন্য **তাঁর** মোবারক সত্তা হতে প্রকাশিত বরকত সমূহ সম্পর্কে শুনি এবং আন্দোলিত হই।

হুযুর ﷺ এর পবিত্র সত্তার বাহার

হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** দুধভাইয়ের সাথে মিলে ছাগল ছড়াতেন, **তাঁর** দুধভাই একদিন তাদের আম্মাজানের নিকট আরয করতে লাগলেন: আম্মাজান! আমার দুধভাই যখন কোন শুকনো উপত্যাকায় কদম রাখে তখন তার সতেজতা ও শ্যামলশোভা ফিরে আসে। যখন ছাগল পালকে পানি পান করানোর জন্য কুয়ার নিকট যান তখন পানি নিজেনিজে কুয়ার মুখ পর্যন্ত উঠে আসে। যখন ঘুমায় তখন **তাঁর** নিকট হিংস্র প্রানীরা আসেতো এবং কদমে চুমু খেতো আর যখন কখনো রোদে শুয়ে যেতেন তখন মেঘ এসে সূর্যের তাপ থেকে ছায়া দিতো। একথা শুনে হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: হে আমার সন্তান! নিজের ভাইয়ের খেয়াল রাখবে। **(আর রউযুল ফায়েক, ৩০৩ পৃষ্ঠা)**

তেরী সুরত তেরী সীরত যমানা সে নিড়ালী হে তেরী হার হার আদা পেয়ারে দলীলে বে মেসাল হে।
বশর হো ইয়া মালাক জু হে তেরে দর কা সুয়ালী হে তেরী সরকার ওয়ালা হে তেরা দরবার আ'লি হে।
(যওকে নাত, ১৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমাদের অন্তরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শৈশব সম্পর্কে আরো ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

আবু তালেবের ঘরে বরকত!

যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালেব **তাঁকে** নিজের যিম্মাদারীতে নিলেন এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু তালিবের ঘরে আসলেন, তখন তার ঘর বরকতময় হয়ে গেলো, যেমনটি আবু তালেবের বর্ণনা হচ্ছে যে,

www.dawateislami.net

(**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে) যখনই আমার সন্তানরা খাবার খেতো পরিতৃপ্ত হতো না। কিন্তু যখন থেকে **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাথে খাবার খেতেন সব শিশুরা পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো, এই জন্যই যখনই আমার সন্তানদের খাবার দিতাম তখন বলতাম অপেক্ষা করো, আমার সন্তান (**মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আসতে দাও তারপর খাবার শুরু করো। এমনিভাবে যখনই বাচ্চাদের দুধ পান করাতে হতো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রথমে পান করাতাম তারপর আমার সন্তানদের পান করাতাম এবং যদি তার সন্তানদের মধ্যে প্রথমে কেউ পান করতো তবে পুরো পাত্র একাই শেষ করে দিতো। আবু তালেব এটা দেখে বলতো: হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তোমার বরকতের কথা কি আর বলবো।

(দালাইলুন নবুয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** এমন পাক পবিত্র রাসূল, যাকে মানুষের পাশাপাশি পশুরাও চিনতো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** আখেরী রাসূল, এই কারণেই যে, পশুরা যখন **তাঁর** চমৎকার মুখমন্ডল দেখতো তখন **তাঁর** নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতো। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক রূহানী ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

ইয়ামেনের সফর

যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বয়স দশ (১০) বছর হলো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** চাচা যুবাইরের সাথে ইয়েমেনের সফরে গেলেন, তারা একটি উপত্যাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে উট ছিলো যা লোকদের যেতে বাঁধা দিচ্ছিলো, যখন এই উট **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলো তখন বসে গেলো এবং নিজের বুক মাটির সাথে ঘষতে লাগলো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উট থেকে নেমে তার উপর আরোহন করলেন, যখন সেই উপত্যাকা পাড় করলেন তখন তাকে ছেড়ে দিলেন, আর যখন ফিরার সময় সেই উপত্যকা দিয়ে আসছিলেন তখন দেখলেন যে, সেই উপত্যাকা পানিতে ভরে আছে, তখন কাফেলার সকলে সেখানেই অবস্থান করলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা আমার পেছনে আসো।"

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উপত্যাকার ভেতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সকল কুরাইশরা **তাঁর** পেছনে পেছনে চলতে লাগলো, **আল্লাহ্ তাআলা** পানি শুকিয়ে দিলেন, যখন তারা মক্কায় ফিরে আসলো তখন সবাইকে এই ঘটনা শুনালেন, যা শুনে তারা বলতে লাগলো, এই বাচ্চার শান তো অদ্ভুদ। (সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ২/১৩৯)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ শাহে কওনাইন জালালত তেরী, ফরশ কিয়া আরশ পে জারী হে হুকুমত তেরী।
তু হি হে মূলকে খোদা মিলকে খোদা কা মালিক, রা'জ তেরা হে যামানে মে হুকুমত তেরী।
(যওক নাত, ১৭১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, আমাদের **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ মানুষের মতো কখনোই ছিলেন না বরং **আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে** বিশেষ দয়া ও পুরস্কার দান করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ, বেশি বেশি **তাঁর** শান ও মহত্বের বর্ণনা করা। না শুধু **তাঁর** সাথে বরং **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের সাথেও ভালবাসা পোষণ করা, তাছাড়া **তাঁর** শানে বেআদবী পোষণকারীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। এই উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সদা সম্পৃক্ত থাকুন। কেননা, মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বরকতে দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করার কাজে রাত দিন চেষ্টা করে যাচ্ছে।

I.T বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর ১০২টি বিভাগের মধ্যে একটি **"I.T বিভাগ"**এর পরিচিতি শ্রবণ করুন:

ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে মানুষের মাঝে সঠিক ইসলামী শিক্ষা পৌছানো আর তাদেরকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মাদানী চিন্তাধারা দেয়াই এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য। **"I.T বিভাগ"**এর কৃতিত্ব গুলোর মধ্যে একটি কৃতিত্ব হলো আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত ফতোয়ার সমষ্টি **"ফাতোয়ায়ে রযবীয়া"** এবং জগদ্বিখ্যাত কুরআনের অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"**

www.dawateislami.net

সফটওয়ার রূপে উপহার দেয়, যা শ্রদ্ধার উপযুক্ত কৃতিত্ব। এই বিভাগটি **"মজলিশে তাওকীত"** (সময় নিরুপন বিভাগ) এর সহযোগিতায়ও একটি সফটওয়ার বানিয়েছে, যা কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে নামাযের সঠিক সময় নিরুপন করাতে খুবই উপকারী, আল মদীনা লাইব্রেরী সফটওয়ার এর মাধ্যমে ২০০টিরও বেশি কিতাব সহজেই অধ্যয়ন করা যাবে।

আল্লাহ্ এমন দয়া করো এই ধরাতে,
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল কিছুর মালিক ও মুখতার বানিয়েছেন, জ্বিন হোক বা মানুষ, সূর্য হোক রা চাঁদ, আসমান ও জমিন এবং মেঘমালার উপর **তাঁর** হুকুমত প্রতিষ্ঠিত। মেঘমালাকে **তাঁর** মোবারক হাতের ইশারা করলে তা **তাঁর** আদেশের আনুগত্য করে রিমঝিম বর্ষণ শুরু করে দেয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি:

একবার আরব শরীফে খুবই দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো, তখন তাদের মধ্যে সুন্দর বৃদ্ধ মক্কাবাসীদের বললো: হে মক্কাবাসী! আমাদের মাঝে আবু তালেব রয়েছে, যে কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর এবং কাবার মুতাওয়াল্লি ও সাজ্জাদানশীন, আমাদের তার নিকট গিয়ে দোয়া করার আবেদন করা উচিৎ, সুতরাং আরবের সরদার আবু তালেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করতে লাগলো: হে আবু তালেব! দূর্ভিক্ষের অনল সারা আরবকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পশুরা ঘাস পানির জন্য ব্যাকুল এবং মানুষ খাবার পানির অভাবে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে, কাফেলার আগমন বন্ধ হয়ে গেছে এবং চারিদিকে ধ্বংস আর বিরাণ হতে চলেছে, আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। আরববাসীদের ফরিয়াদ শুনে আবু তালেবের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের সাথে নিয়ে হেরেমে কাবায় গেলো আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কাবার দেওয়ালের সাথে ঠেক লাগিয়ে বসিয়ে দিয়ে দোয়ায় লিপ্ত হয়ে গেলেন,

www.dawateislami.net

দোয়ার মাঝখানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আঙ্গুল মোবারককে আকাশের দিকে উঠিয়ে দিলেন, হঠাৎ চারিদিক থেকে মেঘমালা এসে জড়ো হয়ে গেলো এবং সহসাই এমন জোড়ে রহমতের বর্ষণ শুরু হলো যে, আরবের জমিন সিক্ত হয়ে গেলো, জঙ্গল ও মাঠ চারিদিকে শুধু পানি আর পানিই দেখা যাচ্ছিলো, সমতল ভূমি সবুজ ও শ্যামল হয়ে গেছে, দূর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো এবং পুরো আরববাসী খুশি ও সূখী হয়ে গেলো। অতঃপর আবু তালেব তার সেই দীর্ঘ কসীদায় যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসংশায় লিখেছিলেন, এতে এই ঘটনাটি একটি শের এ এভাবেই আলোচনা করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমনই উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন, তাঁর নূরানী মুখমন্ডলের মাধ্যমে বৃষ্টি চাওয়া হতো, তিনি এতিমদের ঠিকানা এবং বিধবাদের অভিবাবক। (শরহে যুরকানি, ১/৩৫৫)

জিন কো সুয়ে আ'সমাঁ ফে'লাকে জল থল ভর দিয়ে,
সদকা উন হাতোঁ কা পেয়ারে হাম কো ভি দরকার হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম যে, বিপদের সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তাঁর নেক বান্দাদের ওসীলা বানিয়ে দোয়া করা শুধু জায়িয নয় বরং দোয়া কবুলের মাধ্যমও, **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের ওসীলা বানানো এমনই উত্তম আমল যে, স্বয়ং আমাদের **প্রিয় আক্বা**, মক্কী মাদানী **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উম্মতদের এর শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্ধের দৃষ্টি ফিরে পেলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি চাইলে দোয়া করতে পারো অথবা ধৈর্যধারণ করতে পারো, আর ধৈর্যধারণ করাই তোমার জন্য উত্তম।" ঐ সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন: **হুযুর** দোয়া করে দিন। তখন তাকে আদেশ করলেন: "অযু করো এবং ভালভাবে অযু করো ও দু'রাকাত নামায আদায় এই দোয়া করো:

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَةِ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِیْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তোমাকেই ওসীলা করছি এবং তোমার দিকেই মনোযোগী হয়েছি তোমার **নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে যিনি রহমতের নবী। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মাধ্যমেই আপনার প্রতিপালকের নিকট এই আশা নিয়ে মনোযোগী হয়েছি, যেন আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়। "হে **আল্লাহ্! তাঁর (নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) সুপারিশ আমার জন্য কবুল করো।"

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আমরা উঠতেও পারিনি, আলোচনা করছিলাম, এমন সময় ঐ অন্ধ সাহাবী আমাদের নিকট আসলেন, যেন তিনি কখনোই অন্ধ ছিলেন না।"

(আল মু'জামুল কবির, ৯/৩০, হাদীস নং- ৮৩১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, নেক বান্দাদের ওসীলা বানিয়ে দোয়া করা, দোয়া কবুলের উত্তম উপায়। **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** নেক বান্দাদের ওসীলায় করা দোয়া খুব তাড়াতাড়ি কবুল করেন। যদি আমাদের মতো গুনাহগারও নেক বান্দা এবং তাঁদের বিশেষ ও মকবুল নেকীর ওসীলায় দোয়া করি তবে **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র সত্তার প্রতি আশা করা যায় যে, তিনি আমাদের চাওয়াকে পূরণ করে দিবেন। কেননা, তাঁদের নেকী **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মকবুল, আমরা দোয়া করি যে, "হে আমাদের **পাক পরওয়ারদিগার**! তোমার **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মকবুল সিজদার ওসীলায়, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শাহাদতের সদকায় এবং হযরত গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আনুগত্যের ওসীলায় আমাদেরকে তোমার স্থায়ী সন্তুষ্টি, তোমার এবং তোমার **প্রিয় হাবীব, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা, আউলিয়ায়ে কিরামের আদব ও সম্মান, নেক আমলের প্রতি স্থায়ীত্ব, তাকওয়া ও একনিষ্টতা এবং উত্তম পরিণতির দৌলত দিয়ে ধন্য করো! اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবের কিছু চিত্তাকর্ষক অবস্থা সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল দুধমাকে ইসলামের দৌলত লাভ করেছেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর খচ্চর সবল হলো এবং **তাঁর** পশুদের স্তন দুধে ভরে গিয়েছিলো।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৯মাস বয়সেই প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলেন এবং ১০মাস বয়সে তীরন্দাজী করেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শৈশবেই চাঁদের সাথে কথা বলতেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য শিশুদের ন্যায় চিৎকার চেচামেচি এবং কান্নাকাটি করতেন না।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তার শুরুতে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করা শুরু করতেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শৈশবে ছাগল চড়াতেন, লেনদেনে ডান হাত ব্যবহার করতেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে আবু তালেবের সন্তানরা পরিতৃপ্ত হতেন।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব পশুরাও করতো, সিজদা করতো এবং হিংস্র প্রাণীরাও কদমবুচি করার সৌভাগ্য অর্জন করতো।

❖ **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর মেঘমালা ছায়া দিতো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশারায় বৃষ্টি বর্ষন করতো।

উনকা বচপন ভি হে জাহাঁ পরওয়ার,
ওহ তো জব ভি থে পালনে ওয়ালে। (যওকে নাত, ১৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হায় যদি সকল পিতা-মাতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের সন্তানদের সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করতে সফল হয়ে যেতো। اٰمِيـن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করারপূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতকে মুতাবেক মে হার এক কাম করোঁ কাশ,
তু পেকরে সুন্নাত মুঝে আল্লাহ্! বানাদে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৮ পৃষ্ঠা)

হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমে দু'টি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করুন: ❀ যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫/৩৮০, হাদীস নং- ৭৬৭৬) ❀ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬/৪৮১, হাদীস নং- ৮৯৪৪) ❀ দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ❀ বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন,

www.dawateislami.net

❀ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন।) ❀ দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪) ❀ উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। ❀ অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায় এটা সুন্নাত নয়, ❀ হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। (বাহারে শরিয়ত, ১৬/১১৫, সংক্ষেপিত) ❀ যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২/৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net